তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯১

**২০২২ সালের শেষ তিন মাসে বিডা কর্তৃক নিবন্ধিত ৩০৩ শিল্প প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি):

বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কর্তৃক অক্টোবর হতে ডিসেম্বর ২০২২, এই তিন মাসে ৩০৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নিবন্ধিত হয়েছে। এর মধ্যে ২৬৮টি শিল্প ইউনিটে স্থানীয় ও ১৬টি শতভাগ বিদেশি এবং ১৯টি যৌথ বিনিয়োগ রয়েছে। নিবন্ধিত এ সকল প্রতিষ্ঠানে প্রস্তাবিত মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩ লাখ ২৬ হাজার ৫৪৬ দশমিক ৫৮৯ মিলিয়ন টাকা। প্রস্তাবিত এই বিনিয়োগের মধ্যে ২ লাখ ৯০ হাজার ৮৫ দশমিক ৯৪৯ মিলিয়ন টাকা স্থানীয় এবং ৩৬ হাজার ৪৬০ দশমিক ৬৪০ মিলিয়ন টাকা বিদেশি বিনিয়োগ হয়েছে।

এ সকল প্রস্তাবিত বৈদেশিক বিনিয়োগের মধ্যে সার্ভিস শিল্পখাতে সর্বাধিক বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এছাড়া কৃষি শিল্পখাত, ফুড এন্ড এলাইড শিল্পখাত, কেমিক্যালস শিল্পখাতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিনিয়োগ প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ সকল বিনিয়োগের ফলে ১ লাখ ১৫ হাজার ৩৭ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

#

জাহিদ/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৮০১ঘণ্টাতথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৯

**জেট্রো এবং আইসিটি বিভাগ উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ বিকাশে এক সাথে কাজ করবে**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 জাপান এক্সটারনাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) উদ্ভাবন ও স্টার্টআপ বিকাশে আইসিটি ডিভিশনের সাথে কাজ করতে আগ্রহী। আজ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সভাকক্ষে বাংলাদেশ এবং জাপানের বন্ধুত্বের ৫০ বছর উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত বৈঠকে জেট্রো প্রেসিডেন্ট Kazushige Nobutani এসব কথা বলেন।

 বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আগ্রহ প্রকাশ করে জেট্রো প্রেসিডেন্ট বলেন, জেট্রো জাপানের আইটি সেক্টরের সম্ভাবনা ও সুযোগ অন্বেষণে, স্থানীয় স্টার্টআপে সহযোগিতা, যৌথ ওয়েবিনার ও সেমিনার, জাপানিজ প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ সফরের আয়োজন এবং জাপানে ইভেন্ট আয়োজনে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করবে। এসব কার্যক্রম মূলত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য সহায়ক হবে।

 অনুষ্ঠানে জাপান বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন অংশীদার উল্লেখ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্বে সফলভাবে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের পর এবার আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছি। জাপান মেট্রোরেল, মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎসহ বিভিন্ন খাতে সহযোগিতা করেছে। আগামীতে জাপান-বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় জাপান সরকার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে সরকার স্টার্টআপ, উদ্ভাবন ও গবেষণার ওপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ উল্লেখ করে আইসিটি প্রতিমন্ত্রী বাংলাদেশ ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে আইটি সামিটের আয়োজন এবং ২৫টি বাংলাদেশের স্টার্টআপ ও ২৫টি জাপানের স্টার্টআপসহ মোট ৫০টি স্টার্টআপ বিনিময়ের প্রস্তাব দেন। জাপানের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়, বাংলাদেশ আইটি কানেক্ট-জাপান পোর্টালের মাধ্যমে জাপান ও বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশে স্টার্টআপ বিকাশে জাপানের সহযোগিতার প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করে কাজুশিজে বলেন, তারা ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’-এর সঙ্গে আলোচনা করে বাংলাদেশে স্টার্টআপের বিকাশে সহযোগিতা করবেন।

 এর আগে স্টার্টআপ বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সামি আহমেদ ‘বিল্ডিং অ্যান ইনক্লুসিভ অ্যান্ড রিজিলিয়েন্ট স্মার্ট বাংলাদেশ’ শীর্ষক পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন।

 সরকারের পক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সিনিয়র সচিব এন এম জিয়াউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক রণজিৎ কুমার, বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ, এনহেন্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি (ইডিজিই) প্রকল্প পরিচালক ড. মুহাম্মদ মেহেদী হাসান, জেট্রোর পক্ষে নির্বাহী ভাইস-প্রেসিডেন্ট মাইয়ুমি মুরায়ামা, জেট্রোর ডিজি সাতোশি কুবোতা, জেট্রোর আবাসিক প্রতিনিধি ইয়োজি আনদো এবং জেট্রোর সিনিয়র পরিচালক শরিফুল আলম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

 জাপানি প্রতিনিধিদল এসময় আইডিয়া প্রকল্প, এটুআই প্রকল্প ও ডিজিটাল লিটারেসি এজেন্সি পরিদর্শন করেন।

#

শহিদুল/সিরাজ/রাহাত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/১৮৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৯০

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৪৭ শতাংশ। এ সময় ১ হাজার ৯২৪ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯১ হাজার ৫৭৯ জন।

#

কবীর/সিরাজ/মাহমুদ/রেজাউল/২০২৩/১৮২৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৮

প্রাইমার্কের সাথে বাণিজ্যমন্ত্রীর বৈঠক

**তৈরি পোশাক ক্রয় বৃদ্ধি এবং উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করার আহ্বান**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেছেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে দক্ষতা অর্জন করেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তম তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ। বাংলাদেশের ৪০ লাখের বেশি শ্রমিক তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মবান্ধব পরিবেশে কাজ করছে। এর মধ্যে প্রায় ৬৫ ভাগই নারী শ্রমিক। তিনি আরো বলেন, গতবছর ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে, ২০৩০ সালে এ রপ্তানির পরিমান ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্ধারণ করে আমরা কাজ করছি।

বাণিজ্যমন্ত্রী আজ বাংলাদেশ সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে প্রাইমার্ক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পাউল মার্চেন্ট এর নেতৃত্বে বাংলাদেশে সফররত যুক্তরাজ্যভিত্তিক বিশ্বখ্যাত তৈরি পোশাক ব্র্র্যান্ড প্রাইমার্ক অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েট এর প্রতিনিধিদলের সাথে মতবিনিময়ের সময় এ সব কথা বলেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা সালমান ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

 মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এখন চাহিদা মোতাবেক যে কোন পরিমান পণ্য যথা সময়ে সরবরাহ করার সক্ষমতা অর্জন করেছে। আমরা রপ্তানি বাণিজ্যে বড় লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, প্রাইমার্ক আমাদের বড় ক্রেতা, বিশ্বখ্যাত এ পোশাক ব্র্র্যান্ড বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি তৈরি পোশাক ক্রয় করবে বলে বিশ্বাস করি, একই সাথে এ শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে, এ শিল্পের সাথে জড়িত জনবলকে উৎসাহ দিতে তৈরি পোশাকের উপযুক্ত মূল্য নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়নে সরকার প্রয়োজনীয় সবধরনের সহযোগিতা প্রদান করছে। তৈরি পোশাক শিল্পের কর্মীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, পণ্যের মান এবং ডিজাইন আধুনিক করা হচ্ছে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পে কিছু বিদেশি দক্ষকর্মী ছিল, এখন আমাদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মীরাই কাজ করছে। শিল্প বিকাশে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ১০০টি স্পেশাল ইকোনমিক জোন গড়ে তোলার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

প্রাইমার্ক এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পাউল মার্চেন্ট এ সময় বলেন, বাংলাদেশ বাণিজ্য ক্ষেত্রে আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ তৈরি পোশাক সেক্টরে অনেক উন্নতি করেছে। গ্রিন ফ্যাক্টরিতে কর্মবান্ধব পরিবেশে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক উৎপাদন করছে। শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার আরো বেশি আকর্ষণীয় করেছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক আমাদের কাছে খুবই প্রিয়।

 পরে বাণিজ্যমন্ত্রী সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এর প্রেসিডেন্ট কাজুশিক নোবুতানি এর নেতৃত্ব একটি প্রতিনিধি দলের সাথে মতবিনিময় করেন।

#

লতিফ/শাম্মী/রবি/ইমা/২০২৩/ ১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৭

**পরিবেশ সুরক্ষায় জেলা প্রশাসকদের সহায়তা চাইলেন পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন দেশের পরিবেশ ও বনের সুরক্ষা ও উন্নয়নে জেলা প্রশাসকসহ স্থানীয় প্রশাসনের সহায়তা চেয়েছেন। যত্রতত্র অবৈধ ইটভাটা স্থাপন, জ্বালানি হিসেবে বনজ কাঠের অবৈধ ব্যবহার, নিষিদ্ধ পলিথিন শপিং ব্যাগ, অবৈধভাবে পাহাড়-টিলা কর্তনকারী, অবৈধ করাতকল, বনভূমি ও নদী-খাল-জলাশয় জবর দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকদের তিনি অনুরোধ জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ, বনায়ন কার্যক্রম, ইউক্যালিপটাসসহ ক্ষতিকারক বৃক্ষরোপণ রোধ, বনভূমি বন্দোবস্ত না দেয়া, অবৈধভাবে বন্যপ্রাণী ও পারিযায়ী পাখির নিধন প্রতিরোধ, সংরক্ষিত বন ঘোষণার কার্যক্রমে জেলা প্রশাসকদের সহায়তা কামনা করেন।

 রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০২৩ এর দ্বিতীয় দিবসের প্রথম অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিং এ পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী আরো জানান, সুন্দরবনের বাস্তুসংস্থান ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় নিষেধাজ্ঞাকালে মৌয়াল ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির পরিধিভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেন্টমার্টিন, টাঙ্গুয়ার হাওরসহ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকায় পরিবেশ ও ইকো-সিস্টেমের সুরক্ষায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছে। সেন্টমার্টিনে কোন অবস্থাতেই যাতে নতুন স্থাপনা গড়ে না ওঠে সেদিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কক্সবাজারের জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানানো হয়েছে। স্থানীয় পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে নিয়মিত আলোচনা ও সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসকগণ জেলার মাসিক উন্নয়ন সভায় পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, এসকল বিষয়ে সফলতা অর্জনে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন তাই জনসচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণের জন্যও জেলা প্রশাসকদের সহায়তা কামনা করা হয়েছে।

 এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ডক্টর ফারহিনা আহমেদ, পরিবেশ অধিপ্তরের মহাপরিচালক ড. আব্দুল হামিদ এবং বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসাইন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৫১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৬

**তামাক সেবন মানে মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া**

 **-ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

‍ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. মোঃ এনামুর রহমান বলেছেন, তামাক সেবন মানে মৃত্যুর দিকে ক্রমশ এগিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশে বছরে ১ লাখ ৬০ হাজারের বেশি মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তামাক । তামাক ব্যবহারজনিত মৃত্যু, অসুস্থতা এবং তামাকের অন্যান্য বিধ্বংসী প্রভাব নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হলেও তামাক কোম্পানিগুলো সুচতুরভাবে তাদের এই চরিত্র আড়াল করার চেষ্টা করছে। তিনি আরো বলেন, তামাক চাষ, তামাকজাত দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার করার আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কে ভালো করে জানা সত্ত্বেও তামাক কোম্পানিসমূহ তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পারছে, এটা দুঃখজনক।

 প্রতিমন্ত্রী আজ ঢাকায় সিরডাপ মিলনায়তনে ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন অব দি রুরাল পুয়র (ডর্প) আয়োজিত ‘প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে নীতিনির্ধারকের কাছে প্রত্যাশা’ শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন ।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রায় ৩ কোটি ৭৮ লাখ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ তামাক ব্যবহার করেন। ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করেন ২ কোটি ২০ লাখ এবং ধূমপায়ী ১ কোটি ৯২ লাখ। কর্মক্ষেত্রসহ পাবলিক প্লেস ও পরিবহনে পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন ৩ কোটি ৮৪ লাখ। তামাক ব্যবহারের অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা। দৈনিক তামাকের প্রভাবে মৃত্যুবরণ করে ৪৪২ জন। এই প্রেক্ষিতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া প্রস্তুত ও প্রয়োজন মাফিক তার সংশোধন করেছে। তিনি বলেন, আমি মনে করি এই আইনে তামাকের প্রসার রোধে যুক্তিসংগত প্রস্তাবগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং আজকের আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার যে দ্রুত আইনটি পাশ হলে তামাকজাত পণ্য সেবনের হার অনেকাংশে কমে আসবে।

 ডর্পের নির্বাহী উপদেষ্টা ও সাবেক সচিব মোঃ আজহার আলী তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের পরিচালক কাজী জেবুন্নেসা বেগম,জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী হোসেন আলী খোন্দকার এবং বিসিআইসি'র সাবেক চেয়ারম্যান মোস্তাফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডর্পের প্রতিষ্ঠাতা সিইও এএইচএম নোমান ।

#

সেলিম/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১৪৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৫

**পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার নিশ্চিতে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান বস্ত্র ও পাট মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক বলেছেন, পরিবেশবান্ধব পাট ও পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, ব্যবহার বৃদ্ধির পাশাপাশি পাটপণ্যকে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে সরকার নানামুখী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। পরিবেশবান্ধব বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আজ ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ‘জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩’ এ বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। এসময় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বারসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাটজাত পণ্যকে ‘বর্ষপণ্য ২০২৩’ এবং পাটকে কৃষিপণ্য হিসেবে ঘোষণা করেছেন। পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাসিক সমন্বয় সভায় জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল সরকারি দপ্তরের বহুমুখী পাটপণ্যের ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনে সহযোগিতা কামনা করেন তিনি। পাট শিল্পের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে ‘পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০’ বাস্তবায়ন জোরদারকরণে মাঠ প্রশাসনের কর্ণধারদের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালনের আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলাপ্রশাসকদের উদ্দেশ্যে বলেন, সরকারের গৃহীত সকল কর্মসূচি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন তদারকি ও সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডসমূহ সমন্বয় করাও আপনাদের দায়িত্ব। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর স্বপ্নের সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় মাঠ প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা হিসেবে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার অনুরোধ জানান তিনি।

#

সৈকত/শাম্মী/রবি/ইমা/২০২৩/ ১৪০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৪

টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য

**বাংলা ইশারা ভাষা দিবস**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা **:**

আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি বাংলা ইশারা ভাষা দিবস। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য -

**“বাংলা ইশারা ভাষার প্রচলন, বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জীবনমান উন্নয়ন”**

 - সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

#

সিরাজুল/শাম্মী/রবি/আসমা/২০২৩/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮৩

**ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলায় প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“আগামী ২৬-২৮ জানুয়ারি ২০২৩ ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩’ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বর্তমান সরকারের গৃহীত নানাবিধ পদক্ষেপের ফলে দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির জাগরণ তৈরি হয়েছে। এর সুফল হিসেবে রূপকল্প-২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

রূপকল্প ২০২১-এর আলোকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পর আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য হলো স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা। স্মার্ট বাংলাদেশে হবে স্মার্ট গভর্মেন্ট, স্মার্ট জনগোষ্ঠী এবং স্মার্ট শিল্প কলকারখানা। ব্যবসা-বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে রোবোটিকস, আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ন্যানো টেকনোলজি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, জৈবপ্রযুক্তি অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার নিশ্চিত করা হবে।

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পর উন্নত রাষ্ট্র ও জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন রূপকল্প ২০৪১-এর মূল লক্ষ্য। জনকল্যাণে তথ্যপ্রযুক্তির সর্বজনীন ব্যবহার, ৪র্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ৫জি প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে আর্থসামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে পরবর্তী চ্যালেঞ্জ।

আওয়ামী লীগ সরকার টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তির সুফল দেশের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রায়োগিক উৎকর্ষ সাধন, প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করাসহ এ খাতে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, ইন্টারনেটের ব্যবহার বৃদ্ধি, সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনসহ টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। তথ্য-প্রযুক্তিবান্ধব নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে পরীক্ষামূলকভাবে ৫জি প্রযুক্তির নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে আমরা ব্যবহার করতে শুরু করেছি বাংলাদেশের নিজস্ব স্যাটেলাইট ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট’ এর সেবা।

ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সকল জেলায় জেলা তথ্য বাতায়ন এবং সারাদেশে সাড়ে চার হাজারেরও বেশি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ৮,৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজতর করা হয়েছে। করোনাকালে ভিডিও কনফারেন্সিং দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসকল উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে সরকারি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ব্যবসা-বাণিজ্য, সামাজিক যোগাযোগসহ প্রতিটি খাতে অমিত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

আমি আশা করি ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩’ এর মাধ্যমে দেশের জনগণ টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আরো অবহিত হবেন এবং সারা বিশ্বের সঙ্গে তাল রেখে ডিজিটাল সেবা ব্যবহার করবেন।

আমি ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ মেলা ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাম্মী/রবি/মাসুম/২০২৩/১০০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮২

**আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি ‘আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছে :

“অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ২৬ জানুয়ারি ‘আর্ন্তজাতিক কাস্টমস দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩’এর মূল প্রতিপাদ্য ‘Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs’ (ভবিষ্যৎ প্রজন্মে লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ)-সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি বিশ্বাস করি, দিবসটি পালনের মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমসে জ্ঞান চর্চার সংস্কৃতি এবং পেশাগত উৎকর্ষতা সৃষ্টি হবে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠন করেন, যার ফলে দেশে রাজস্ব আদায়ের বহুমুখী খাত তৈরি হয় এবং সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। জাতির পিতার সুদূরপ্রসারী দর্শন, যোগ্য নেতৃত্ব ও নিখুঁত কর্মপরিকল্পনার ফলে মাত্র সাড়ে তিন বছরের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ খাদ্য উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারসহ বিভিন্ন সূচকে স্বল্পোনত দেশে পরিণত হয়।

আওয়ামী লীগ ২০০৯ সাল থেকে একাধারে তিন বার সরকার গঠন করে ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত বৈষম্যহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়ে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিম্ব অর্থনীতির এই সংকটময় মুহুর্তেও দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণে সফল হয়েছে। বাংলাদেশ এখন আর্থসামাজিক উন্নয়নে ‘রোল মডেল’। পদ্মা সেতুর স্বপ্ন জয়ের পর আরেকটি স্বপ্ন জয় করে মেট্রোর যুগে প্রবেশ করেছে দেশ। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, রামপাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, এলএনজি টার্মিনাল ও গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, বঙ্গবন্ধু টানেলসহ বিভিন্ন মেগা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলেছে। এসব প্রকল্প বাস্বয়নের অক্সিজেন হলো রাজস্ব। ন্যায়ানুগভাবে রাজস্ব আহরণ করার লক্ষ্যে আধুনিক রাজস্বনীতি প্রণয়ন, ডিজিটাল কাস্টমস সেবা, উন্নত তথ্য ভান্ডার নির্মাণ, ওয়ানস্টপ সার্ভিস প্রদানসহ জ্ঞানচর্চার সংস্কৃতি এবং উত্তম পেশাদারিত্বের নানা ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ কাস্টমস গ্রহণ করেছে।

আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, পেশাগত দক্ষতা, ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা ও যৌক্তিক সংস্কার বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, মজবুত অর্থনীতির ভিত গঠন, অপবাণিজ্য রোধ, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন প্রতিরোধ, অর্থপাচার প্রতিরোধসহ রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়তে রাজস্ব প্রশাসনের রাজস্ব সৈনিকদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই। এসব কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় ‘ভিশন ২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ।

আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২৩’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮১

**আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বাণিজ্যের প্রসার, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও দেশীয় শিল্প সুরক্ষায় বাংলাদেশ কাস্টমের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। করোনা মহামারি ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকটের মাঝেও জাতীয় অর্থনীতির অগ্রগতি অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে গ্লোবাল সাপ্লাই চেইন সুসংহতকরণ, স্টেইকহোল্ডারগণের মাঝে কার্যকর সংযোগ এবং জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অনস্বীকার্য। প্রেক্ষিতে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের প্রতিপাদ্য ‘Nurturing the next generation: promoting a culture of knowledge-sharing and professional pride in Customs’ (ভবিষ্যৎ প্রজন্মের লালন: কাস্টমসে জ্ঞানচর্চা ও উত্তম পেশাদারিত্বের বিকাশ) যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা নির্মাণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। বাংলাদেশ কাস্টমসও সরকারের যথাযথ রাজস্ব সংরক্ষণ, নিরাপদ বাণিজ্য নিশ্চিতকরণ এবং চোরাচালান ও অর্থপাচার প্রতিরোধে জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা টেকসই অর্থনীতি বাস্তবায়নে বিপুল ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস। একটি সুখী-সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশ গড়তে কাস্টমস কর্তৃপক্ষ অধিকতর দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে–এটাই দেশবাসীর প্রত্যাশা।

আমি ‘আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৮০

**শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আমি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ সাম্পদ্রায়িক সম্প্রীতির দেশ। হাজার বছর ধরে এ ভূখণ্ডে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল ধর্মের মানুষ মিলেমিশে একত্রে বসবাস করে আসছেন। স্বাধীনতার পর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের সংবিধানে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের সমান অধিকার সুনিশ্চিত করেছিলেন। তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বাংলাদেশে সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষ নিজ নিজ ধর্ম সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে পালন করে আসছে। এখন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। আমরা সব ধর্মের উৎসব সকলে মিলে উৎসবমুখর পরিবেশে উদযাপন করি। কাউকে আমাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করতে দিব না। আগামী দিনে সকল ধর্মের পারস্পরিক সম্প্রীতি আরো সুদৃঢ় হবে।

দেবী সরস্বতী সত্য, ন্যায় ও জ্ঞানালোকের প্রতীক। বিদ্যা, বাণী ও সুরের অধিষ্ঠাত্রী। আমি দেবী সরস্বতীর পূজা অর্চণা উপলক্ষ্যে হিন্দু সম্প্রদায়ের সকলকে জ্ঞানার্জনে ব্রতী হয়ে দেশের অগ্রযাত্রায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জানাচ্ছি। সবার প্রতি অনুরোধ, শীতে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ অন্যান্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি থাকে তাই স্বাস্থ্যবিধি মেনে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পূজা উদযাপন করবেন।

আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনাকে অটুট রেখে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলাদেশ’ বিনির্মাণ করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।”

#

শাহানা/ শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭৯

**শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ মাঘ (২৫ জানুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ২৬ জানুয়ারি শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান শ্রী শ্রী সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে আমি দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। আবহমান কাল থেকে এ দেশের মানুষ পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে নিজ নিজ ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করে আসছে। সরস্বতী পূজা বাংলাদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধর্মীয় উৎসব। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বাণী অর্চনার এই আবহ দেশব্যাপী বিস্তৃত। জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়ে দেশের প্রতিটি মানুষ সাম্প্রদায়িকতা, অজ্ঞানতা, কূপমণ্ডূকতা থেকে মুক্ত হয়ে একটি কল্যাণকর ও উন্নত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা।

সরস্বতী পূজা বাঙালির একটি অনন্য উৎসব। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ উৎসব ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে। দেশে বিদ্যমান সম্প্রীতির এই সুমহান ঐতিহ্যকে আরো সুদৃঢ় করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে অবদান রাখতে হবে। আমি আশা করি সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ‘সোনার বাংলা’ গড়ার পরিক্রমায় একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, আধুনিক ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হবো।

জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হোক আমাদের দেশ, জাতি ও সমাজের প্রতিটি নাগরিক।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/শাম্মী/রবি/মাহমুদা/আসমা/২০২৩/১০৪৫ ঘণ্টা